তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের দেশ।

মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ
চেয়ারম্যান, ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন

তথ্য প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন**। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এবং ১কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সাল থেকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলছে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন। ২০০৭ সাল থেকে The Society Registration ACT-1860 (ACT XXI OF 1860) এর আওতায় সেবামূলক কাজের জন্য সরকারি অনুমোদন নিয়ে দেশের বহু বেকার তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে আইটি শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশের আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ দেখিয়ে দিয়েছে **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন**। নীরবে-নিভৃতে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে রাজধানী ঢাকার বুকে। সমগ্র বাংলাদেশে **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন** এর প্রায় ৪৯০(চার শত নব্বই) টির উপরে ব্রাঞ্চ রয়েছে। আইসিটিতে তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং তাদের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ২০১১ সালে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন প্রথম প্রবর্তন করে **"ওয়ার্ল্ড আইসিটি গোল্ড মেডেল এওয়ার্ড-২০১১"**। ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর গোল্ড মেডেল এওয়ার্ড এ প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মানিত আঞ্চলিক পরিচালকদের মাঝে স্বর্ণ পদক প্রদান করেছিলেন **গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ও বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোস্তাফা জব্বার, সভাপতি, বিসিসি এবং প্রফেসর ড. এম নূরুল ইসলাম, ভাইস-চ্যান্সেলর, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।** সারা দেশব্যাপী **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের** তথ্যপ্রযুক্তিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম চলছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আইসিটি উদ্যোক্তাদের তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে অতুলনীয় অবদানের জন্য প্রতি বছর বিশেষ সম্মাননা স্মারক ও পুরুষ্কার প্রদান করে থাকে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের ধারাবাহিকতায় **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন** সারা বাংলাদেশব্যাপী সমস্ত আঞ্চলিক কেন্দ্রে ২০১৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে চালু করেছে ২ বছর মেয়াদি **Higher Diploma in Computer Science** কোর্স। **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন** এর নিজেস্ব ওয়েব সাইট রয়েছে (http://worlditfoundation.org.bd/)এই ওয়েব সাইট এ ঢুকে স্টুডেন্ট বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে রেজাল্ট দেখতে পারে এবং রেজাল্ট প্রিন্ট আউট করতে পারে। ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের রেজাল্ট পোর্টালে শুরু হয়েছে এস এম এস সার্ভিস। যে কোন সময় স্টুডেন্টরা মোবাইল থেকে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের যে কোন রেজাল্ট এস এম এস এর মাধ্যমে পেতে পারেন। শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন** এর চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ **"Microsoft Office 2007, 2010, 2013 ও Freelancing & Outsourcing"-** এর উপর চমৎকার একটি বই রচনা করেছেন। উক্ত বইটি অত্যন্ত সহজ ভাষায় ব্যবহারিক প্রজেক্ট নির্ভর এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল সহকারে করা হয়েছে যা প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনকে সাফল্যমন্ডিত করতে সাহায্য করবে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে WITF এর মাননীয় চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশব্যাপী সৃষ্টি করে চলেছেন আইসিটি উদ্যোক্তা। WITF এর মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার এর বিচক্ষণতায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ওয়ার্ল্ড আইটি পৌছে গিয়েছে সাফল্যের চূড়ায়।

ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর মূল মিশন এবং ভিশন

বর্তমানে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে WITF University, WIT Online Education, টেকনিকেল স্কুল এন্ড কলেজ, সেবা সুনিশ্চত করার জন্য মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় ও জেলায় একটি করে Technical School & College এবং প্রতিটি Divission এ একটি করে IT University Medical College Hospital প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন।

ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত যার নিবন্ধন নাম্বার- ACT-1860 (ACT XXI OF 1860), দেশের একটি বৃহত্তর বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিক কারিগরী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক গবেষণা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করে দেশের সকল পর্যায়ের দারিদ্র বিমোচন করা। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৮ সালে স্থাপিত হয়ে ২০০৭ সালে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। এই ফাউন্ডেশন তার সফলতার ধারাবাহিকতায় অনেকগুলো সেবামূলক প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় IT Village গড়ে তুলা। বর্তমানে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে WITF University, WIT Online Education, টেকনিকেল স্কুল এন্ড কলেজ, মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল, ইত্যাদি।

দক্ষ জনশক্তি তৈরী এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বেকারত্ব দূরীকরনঃ

১কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি তৈরী এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে WITF কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ যে কোর্সগুলি দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের বেকারত্ব দূরীকরন এবং অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে ও সে কোর্সগুলি হচ্ছে- ডিপ্লোমা ইন আইসিটি, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সাইন্স, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন গ্রাফিক্স ডিজাইন, নেটওয়ার্কিং, অটো ক্যাড, বেসিক এপ্লিকেশন কোর্স, ভিডিও এডিটিং, ওয়েব সাইট ডিজাইন এন্ড ডেভোলপমেন্ট। বলতে পারেন দেশ ও মানুষের কল্যাণে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এই সকল বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

তথ্য প্রযুক্তিকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া:

তথ্য প্রযুক্তিকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সারা বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরী করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি তথ্য প্রযুক্তিকে যদি গ্রাম তথা তৃণমূলে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এই দেশ আর বর্তমান অবস্থায় থাকবে না, বহুদূর এগিয়ে যাবে। গার্মেন্টস খাত থেকে যে আয় হচ্ছে তার চেয়ে বহুগুন বেশী আয় তথ্য প্রযুক্তির খাত থেকে হওয়া সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তিকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে গেলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে।

মাসিক ওয়ার্ল্ড আইটি পত্রিকার বের করার উদ্দেশ্য

আমাদের মাসিক পত্রিকায় ওয়ার্ল্ড আইটির স্লোগান হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত। আমরা তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষাকে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি মাসিক ওয়ার্ল্ড আইটি ম্যাগাজিনের। এই পত্রিকায় মাধ্যমে বাংলার প্রতিটি ঘরে তথ্যপ্রযুক্তির যে কোন ধরনের সংবাদ, পর্যালোচনা, বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও মূলায়ন পৌঁছে দিতে আমরা সচেষ্ট হব । যারা তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন এবং এ বিষয়ে যারা লেখাপড়া করছেন অর্থাৎ পাঠক সমাজ এই পত্রিকা পড়ে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবে। মাসিক ওয়ার্ল্ড আইটি ম্যাগাজিনের ওয়েব সাইট- www.witbd.com

মাইক্রোসফট অফিস গ্রন্থটির প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে

পাঠক সমাজের কথা চিন্তা করে মাইক্রোসফট অফিস গ্রন্থটি অত্যন্ত সহজ ভাষায় ব্যবহারিক প্রজেক্ট ভিত্তিক করা হয়েছে। বাসায় বসে মাইক্রোসফট আফিস(MicroSoft Office) সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্য এই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। আমার লেখা মাইক্রোসফট অফিস গ্রন্থটি পড়লে পাঠক সমাজ যে বিষয় জানতে পারবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, হিউম্যানওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, এক্সেস, পাওয়ারপয়েন্ট, আউটলুক, ইন্টারনেট, ফেসবুক, আপওয়ার্ক, আপওয়ার্কে বিড করা, আপওয়ার্কে অ্যাকাউন্ট করা ও মাইক্রোওয়ার্কারস।এছাড়া আরো অনেক বিষয়ে এই গ্রন্থটি পাঠ করলে জানতে পারবেন। মাইক্রোসফট অফিস গ্রন্থটির পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলবো যদি জীবনে উন্নয়ন চান, তাহলে অবশ্যই বইটি পড়ুন। বইটি অনুশীলনের শুরুতেই কম্পিউটারের সামনে বসুন সাথে একটি খাতা/ডায়রী, একটি কলম ও একটি হাইলাইটার নিয়ে নিন।বইয়ে বর্ণিত নির্দেশ্না অনুযায়ী প্রত্যেকটি অধ্যায় মনোযোগ সহকারে কম্পিউটারে প্র্যাকটিস করুন।কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে চিত্র দেখুন। বইটি অনুশীলন করতে গিয়ে যদি অনুধাবন করেন বইটির কোন প্যারা বা লাইন অথবা প্র্যাকটিকেল অনুচ্ছেদ বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তাহলে সাথে সাথে হাইলাইটার দিয়ে বইয়ের সমস্যার জায়গাটি চিহ্নিত করুন ও পাশে রাখা খাতা কলম দিয়ে লিখে ফেলুন এবং বইয়ের সাথে সরবরাহকৃত সিডি ওপেন করে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেখে পুনরায় প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করুন।তারপরও যদি কোন সমস্যা থাকে সেগুলো নিয়ে কাছের কোন বন্ধু-সহকর্মী কিংবা সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করুন। কর্মপরিকল্পনা ছাড়া আপনি কোন কাজেই পরিপূর্ণ সফল হতে পারবেন না। তাই আপনি যদি সফল হতে চান তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বইটি পড়া শেষ করতে হবে। জীবনের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির বই এটি। এই বইটিকে আপনি কর্মমূখী সমাজ গড়ার চলন্ত ট্রেন বলতে পারেন। যার নিশ্চিত গন্তব্য আপনার ক্যারিয়ার সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর সবচেয়ে বড় সফলতা

ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর সবচেয়ে বড় সফলতা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা সরকারী দায়িত্বে কোন ধরনের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অফিস সময়ের পরে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এসে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহন করছে। প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর প্রশংসা করেন। এছাড়া প্রতি মাসে আমাদের এই ফাউন্ডেশনের আয়তায় অসংখ্য স্টুডেন্ট তথ্য প্রযুক্তিতে সঠিক প্রশিক্ষণ নিয়ে নেজেকে কর্মমুখী করে তুলতে সক্ষম হচ্ছেন এবং কর্মজীবনে পর্দাপন করছেন।

“ওয়ার্ল্ড আইটির ফলাফল মোবাইলে”

“ওয়ার্ল্ড আইটির ফলাফল এখন মোবাইলে”। ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের রেজাল্ট পোর্টালে শুরু হচ্ছে এস এম এস সার্ভিস। যে কোন সময় আপনার মোবাইল থেকে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের যে কোন রেজাল্ট এস এম এস এর মাধ্যমে পেতে পারেন। রেজাল্টের জন্য আপনার মোবাইলে ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে WITF SPACE ROLL NUMBER (ex. WITF 802616536) পাঠিয়ে দিতে হবে ৭১৭১ এই নাম্বারে। কিছুক্ষনের মধ্যেই ফিরতি এস এম এস এ আপনি পাবেন কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট।

“তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য স্বাধীনতা সম্মাননা পদক - ২০১৬ ”

২৯ মার্চ ২০১৬ রাজধানীর পাবলিক লাইব্রেরী অডিটোরিয়ামে স্বাধীনতা সংসদের উদ্যোগে অলোচনা সভা, গুণীজন সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী ছিলেন মাননীয় খাদ্য প্রতিমন্ত্রী **বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি** এর হাত থেকে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশেষ অবদান রাখায় **“স্বাধীনতা সম্মাননা-২০১৬”** পদক গ্রহন করেন **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন** এর মাননীয় চেয়ারম্যান **মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ।** বেশকিছু পত্রিকাতেও এই সংবাদটি ছাপানো হয়েছে। ৩১.০৩.২০১৬ তারিখ ভোরের সময় পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায়, যায়যায়দিন পত্রিকার ১৫ নং পৃষ্ঠায়, New Nation পত্রিকার ৩ নং পৃষ্ঠায় ও ০১.০৪.২০১৬ তারিখ সংবাদ পত্রিকার ১২নং পৃষ্ঠায়, সমকাল পত্রিকার ৬নং পৃষ্ঠায় এবং ০৩.০৪.২০১৫ তারিখ Bangladesh Today পত্রিকার ৩নং পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি ছাপানো হয়েছিল।

২৯ মার্চ ২০১৬ ইং পাবলিক লাইব্রেরীর শওকত ওসমান মিলনায়তনে স্বাধীনতা সংসদ আয়োজিত মহান স্বাধীনতা উৎসব উৎযাপন অনুষ্ঠানে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর মাননীয় চেয়ারম্যান মো: সোহরাব হোসেন শুভ’র হাতে স্বাধীনতা সম্মাননা পদক-২০১৬ তুলে দিচ্ছেন মাননীয় খাদ্য প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান আহমেদ।

তথ্য প্রযুক্তিতে আমাদের দেশ কতটুকু সফল হয়েছে

তথ্য প্রযুক্তিতে আমাদের দেশ অনেক সফল হয়েছে। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের আমি প্রশংসা করি। আমি মনে করি ৫ থেকে ৭ বছর বা বড় জোড় ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফ লাইন হবে তথ্য প্রযুক্তি। গত ১০ বছরে বাংলাদেশে একটি বড় ধরনের আইটি বিপ্লব ঘটে গেছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০২৫ সালের মধ্যে আমরা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উপহার দিতে সক্ষম হব। এক কথায় বলা যেতে পারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে তথ্য প্রযুক্তির বিকল্প নাই। তথ্য প্রযুক্তিতে উত্তরোত্তর আমাদের দেশ আরো এগিয়ে যাচ্ছে এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুত্র তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। দেশকে সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে তথ্য প্রযুক্তিতে সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে যা ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উপহার দেবে। ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা। ওয়ার্ল্ড আইটির বর্তমান কার্যক্রম সারা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ও ৪৯০টির বেশী উপজেলায় সক্রিয় আছে।

ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একজন অভিভাবক তার সন্তানকে তথ্য প্রযুক্তির কি কি বিষয়ে দক্ষ করে তোলার সুযোগ পেতে পারেন

ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে আপনি আপনার সন্তানকে তথ্য প্রযুক্তিতে সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারেন। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটাই প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের কাজ। কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কারন প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি আপগ্রেড হচ্ছে। যেমন আজ থেকে ৬মাস আগে যে প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমানে তা ব্যাকডেটেট হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে আপগ্রেড করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি আপনার সন্তানকে যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন সে বিষয়গুলো হচ্ছে- সার্টিফিকেট ইন কম্পিউটার সাইন্স ও এপ্লিকেশন কোর্স, প্রফেসনাল অফিস ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সাইন্স, হায়ার ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সাইন্স, অটো ক্যাড, প্রফেসনাল ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভোলপমেন্ট। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ ৩৮৪-৮৬ মুক্তবাংলা শপিং কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা) মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

"ওয়ার্ল্ড আইসিটি গোল্ড মেডেল এওয়ার্ড- ২০১১"

ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর মাননীয় চেয়ারম্যান **মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ** ২০১১ সালে ইন্সটিটিউট অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর মুক্তিযোদ্ধা হলে আইসিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য **"ওয়ার্ল্ড আইসিটি গোর্ল্ড মেডেল এ্যাওয়ার্ড ২০১১" অনুষ্ঠানের** আয়োজন করেছিলেন। ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর গোল্ড মেডেল এওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মানিত আঞ্চলিক পরিচালকদের মাঝে স্বর্ণ পদক প্রদান করেছিলেন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, ও বিশেষ অতি**থি** হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **জনাব** মোস্তাফা জব্বার, সভাপতি, বিসিসি এবং প্রফেসর ড. এম নূরুল ইসলাম, ভাইস-চ্যান্সেলর, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

“আইসিটি শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা পুরুস্কার-২০১৫”

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আইসিটি উদ্যোক্তাদের জন্য ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় “আইসিটি শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা পুরুস্কার-২০১৫”। উক্ত অনুষ্ঠানে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ শ্রেষ্ঠ আইসিটি উদ্যোক্তাদের হাতে বিশেষ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

“বাৎসরিক পুরুস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান- ২০১৪”

দেশকে সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে দেশের বেকার যুবক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ***“বাৎসরিক পুরুস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান- ২০১৪”*** অনুষ্ঠানে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ’র সাথে প্রথম পুরুস্কার Motor Cycle বিজয়ী এবং অন্যান্য পুরুস্কার প্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালকগন।

“বাৎসরিক পুরুস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান- ২০১৩”

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি শিক্ষা পৌঁছে দিতে ও দেশের বেকারত্বের হার কমিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আইটি উদ্যোক্তাদের অনুপ্রানিত করার জন্য প্রতি বছর-ই **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন** একটি গিফট সেশনের ঘোষণা করেন এবং নির্ধারিত সময়ের ভিতর একটি চমৎকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরুস্কার প্রাপ্তদের হাতে তাদের প্রাপ্য পুরুস্কারটি তুলে দেন। ২০১৩ সালে ৩জন প্রথম পুরুস্কার লেপটপ বিজয়ী হয়েছিলেন।

“বাৎসরিক কনফারেন্স- ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫”

তথ্যপ্রযুক্তির নতুন দিগন্ত **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন**। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি শিক্ষা পৌঁছে দিতে নীরবে-নির্ভৃতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন। শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, নতুন নতুন কোর্সের সংযোজন ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর-ই ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন সকল আঞ্চলিক পরিচালকদের সমন্বয়ে একটি বাৎসরিক কনফারেন্স এর আয়োজন করে থাকে। উক্ত কনফারেন্স এ সকল আঞ্চলিক পরিচালকদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করা হয় এবং বিশেষ কোন সুপারিশ থাকলে তা যথাযথ গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়।

“মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭, ২০১০ এন্ড ২০১৩ বইটির প্রকাশনা উৎসব”

শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে **ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন** এর চেয়ারম্যান **মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ “Microsoft Office 2007, 2010, 2013 ও Freelancing & Outsourcing”-** এর উপর চমৎকার একটি বই রচনা করেছেন। উক্ত বইটি অত্যন্ত সহজ ভাষায় ব্যবহারিক প্রজেক্ট নির্ভর এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল সহকারে করা হয়েছে যা প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনকে সাফল্যমন্ডিত করতে সাহায্য করবে। অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক জনাব ঢালী মোঃ শাজাহান ও বইটি বিশিষ্ট লেখক **মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ।**

“ওয়ার্ল্ড আইটি ম্যাগাজিনের প্রকাশনা উৎসব”

দেশের এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর মাননীয় চেয়ারম্যান **মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ**। ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশন এর প্রধান উদ্দেশ্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষাকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউন্ডেশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসেন শুভ জুন ২০১২ থেকে নিয়মিত প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে মাসিক ওয়ার্ল্ড আইটি ম্যাগাজিনের। এই মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে তথ্যপ্রযুক্তির যেকোন ধরনের সংবাদ, পর্যালোচনা, বিশেষজ্ঞের অভিমত ও মূল্যায়ন পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবে। ২০১২ সালের ২ জুন বাগিচা রেস্টুরেন্ট মাসিক ওয়ার্ল্ড আইটি ম্যাগাজিনের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশিদ।

“Education is the backbone of a nation”- এই কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে আজ কেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়া শেষ করে আমাদের তরুন মেধাবী ছেলে মেয়েরা চাকুরী নামক সোনার হরিণের পিছে দৌড়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বেকারত্ব নামক অভিশাপের আঁচলে মুখ লুকিয়ে সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাহলে কোনটি সত্যি? তাদের মেধার অভাব নাকি তারা সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা পাচ্ছেনা? World Information Technology Foundation এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি মনে করি ২য় টি সত্যি। যে শিক্ষা ব্যবস্থা একজন ছাত্রের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারেনা, পারেনা তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে, সে শিক্ষা ব্যবস্থা কোন শিক্ষাই নয়। যেমন – পুথিগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধনের মতো যা প্রয়োজনের সময় কোন কাজেই আসেনা। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বলছি, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো যুগোপযোগী ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যেখানে থাকবেনা কোন বেকারত্ব অভিশাপ। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এবং ১কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশকিছু প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি, এই সমস্ত প্রকল্পগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবো এবং বেকারমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ।

সমাপ্ত